১৪ দিন পরে চীনের খনি থেকে ১১ শ্রমিক উদ্ধার

১৪ দিন পরে চীনের একটি দুর্ঘটনা কবলিত স্বর্ণখনি থেকে আটকে পড়া ১১ শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১৪ দিন ধরে খনির কয়েকশ মিটার নীচে আটকে ছিলেন তারা।

গতকাল রবিবার প্রথম শ্রমিককে বের করে আনার সময় উদ্ধারকারীদের উল্লাস করতে দেখা গেছে। টিভি ফুটেজে দেখা যায়, আলো থেকে রক্ষায় ওই শ্রমিকের চোখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। খবর আল-জাজিরা।

উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারি শানদং প্রদেশের হুশান স্বর্ণখনিতে বিস্ফোরণের পর এটির প্রবেশ টানেল ভেঙে পড়ে। সে সময় মোট ২২ জন শ্রমিক ভূগর্ভে আটকে পড়েন। এখনো খনির ভেতরে আটকে পড়া ৯ থেকে ১০ জন শ্রমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তারা জীবিত আছেন কিনা সে বিষয়টিও অনিশ্চিত।

রবিবার সকালে প্রথম শ্রমিককে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থা ‘অত্যন্ত দুর্বল’ বলে জানানো হয়েছে। এর প্রায় এক ঘণ্টা পর খনির অন্য একটি অংশ থেকে আরও ১০ শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পর যে ৩ বিশ্বনেতাকে ফোন করলেন বাইডেন

দায়িত্ব নেয়ার পর গত দুই দিনে ৩ বিশ্বনেতাকে ফোন করেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুক্র-শনিবারের মধ্যে কানাডা, মেক্সিকো এবং যুক্তরাজ্যের শীর্ষ নেতার সঙ্গে ফোনে কথা বললেন তিনি।

সূত্র জানায়, বাইডেন শুক্রবার (২২ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় ফোন করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে। এরপর মেক্সিকোয়। আর

শনিবার (২৩ জানুয়ারী) কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাইডেনের কিছু পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন বরিস জনসন।

ট্রুডোর অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে দুই নেতা সামনের মাসে বৈঠক করবেন। এ সময় করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা গুরুত্ব পাবে।

এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত বুধবার স্থানীয় সময় দুপুরে শপথ গ্রহণ করার পর বাইডেন দিনভর নানা আনুষ্ঠানিকতায় কাটান।

তাইওয়ানের আকাশে চীনের যুদ্ধবিমান, কড়া বার্তা যুক্তরাষ্ট্রের

চীনের আটটি বোমারু বিমান এবং চারটি যুদ্ধবিমান গতকাল শনিবার তাইওয়ানের আকাশসীমায় প্রবেশের ঘটনায় কড়া বার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, চীন প্রতিবেশী দেশকে ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করছে। এটা উদ্বেগের।

চীনের উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র আরও বলেছে, তাইওয়ানের ওপর সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বন্ধে আমরা বেইজিংয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তাইওয়ানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসুন।

যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের পুরনো মিত্র। সম্প্রতি দেওয়া বিবৃতিতে, তারা তাইওয়ানের সঙ্গে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে।

এর আগে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, চীনের যুদ্ধবিমান তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওই অঞ্চলে বিমানবাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যে ছিল পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম এইচ-৬কে বোমারু এবং চারটি জে-১৬ যুদ্ধবিমান।

তাইওয়ানকে বরাবরই নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে চীন। কয়েক মাসে দক্ষিণ চীন সাগরে তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত প্রতাস দ্বীপপুঞ্জ এবং তাইওয়ানের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যবর্তী পানিসীমায় চীন নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা করেছে।

তাওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি মানচিত্র প্রদর্শন করে দেখিয়েছে, আগে যেসব স্থান দিয়ে চীনের বিমান অতিক্রম করেছে, সেই এলাকায়ই এবারও অভিযান পরিচালনা করেছে তারা। চীনের এসব যুদ্ধবিমানের বিষয়ে সতর্ক হয়েছে তাইওয়ানের বিমান বাহিনী। তারা নজরদারি করতে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে।

ফেব্রুয়ারিতে বিচার শুরু হচ্ছে ট্রাম্পের, এখানেও ‘রেকর্ড’!

দ্বিতীয়বার অভিশংসন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য বিদায় নেওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার শুরু হবে ফেব্রুয়ারিতে। মার্কিন সিনেটে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে। খবর বিবিসির।

সিনেটে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের একটি সমঝোতায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রেও রেকর্ড বইয়ে নাম উঠতে যাচ্ছে ট্রাম্পের। কেননা, তিনিই হতে যাচ্ছেন একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়ার পরও দেশটির সিনেটে বিচারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন।

এর আগে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে দ্বিতীয়বার অভিশংসিত হয়েও প্রথম

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে লজ্জাজনক রেকর্ড গড়েন তিনি।

উল্লেখ্য, মার্কিন পার্লামেন্ট ভবন ‘ক্যাপিটল হিলে’ ‘সহিংসতায় উস্কানি’ দেওয়ার অভিযোগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন আর্টিকেলটি সোমবার সিনেটে পাঠাবেন ডেমোক্র্যাটরা।

কিন্তু ৮ ফেব্রুয়ারির আগে এই বিষয়ে শুনানি শুরু হবে না। কেননা, ট্রাম্পের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তার আইনজীবীদের দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ক্যাপিটল হিলে সহিংসতার জন্য গত সপ্তাহে ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বারের মতো অভিশংসিত করেছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। ফলে এখন সিনেটে তার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সেক্ষেত্রে তিনিই হবেন মার্কিন সিনেটে বিচার হওয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম ব্যক্তি।

এর আগে আর কোনও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দোষী সাব্যস্ত হলে ভবিষ্যতে আর কোনও সরকারি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না ট্রাম্প।

তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের এই বিচার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে ঠিক প্রায় এক বছর পরে, যখন সিনেট তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার আর কংগ্রেসের কাজে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল।

জো বাইডেন এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার জন্য ইউক্রেনের ওপর চাপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় সেবার তাকে অভিশংসিত করেছিল মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ।

ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে গত ২০ জানুয়ারি এবং তিনি জো বাইডেনের অভিষেকের আগেই ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে গেছেন।

হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিটিভে (প্রতিনিধি পরিষদ) অভিশংসন প্রস্তাব পাস হলেও সেটা সিনেটে শুনানির পর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে।

মেহেরপুরের শোলমারী সীমান্তে পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তির মরদেহ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী সীমান্তে ১২৮ নাম্বার ৪ এস মেইন পিলারের কাছে ভারতীয় সীমান্তে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে রয়েছে।

বুধবার সকালে শোলমারী গ্রামের কৃষকরা সীমান্তের মাঠে কাজ করতে গিয়ে মরদেহটি দেখতে বিজিবি ক্যাম্পে খবর দেয়। খবর পেয়ে শোলমারী বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা সীমান্তের কাছে আসেন এবং বিএসএফকে মরদেহ পড়ে থাকার কথা জানান।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটেলিয়নের পরিচালক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) জানান, সকালে সীমান্তের ১২৮ নাম্বার পিলার কাছে ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে রয়েছে। বিষয়টি আমরা বিএসএফকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।

তিনি আরো জানান, স্থানীয়রা জানিয়েছেন মারা যাওয়া ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক। কয়েকদিন থেকেই তিনি এই মাঠেই ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাতের কোনো এক সময় সে মারা গিয়েছে এবং ভারতীয় অংশে। বিজিবি অনুরোধ জানিয়েছে মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী খালেদা শাহারিয়ার আর নেই

দেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী খালেদা শাহারিয়ার কবির ডোরা মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার ভোররাত ৪টা ৪৫ মিনিটে রাজধানী ঢাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এক শোকবার্তায় রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরইএ) বিডব্লিউডিবি এ কথা জানিয়েছে। শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা

জানিয়েছে রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরইএ) বিডব্লিউডিবি।

ডোরা রহমানের বাবা মো. কবির উদ্দিন দেশভাগের পর কলকাতা থেকে বাংলাদেশে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এটাই ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইপুয়েট) এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটাই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) হয়। ১৯৬৮ সালে খালেদা শাহারিয়ার কবির ও শিরীন সুলতানা বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে ইপুয়েট থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে ওই সময় ইপুয়েটে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হতো না। রীতিমতো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়ে তারা পুরকৌশল বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৬৯ সালে খালেদা শাহারিয়ার প্রকৌশলী মো. আমিনুর রহমানকে বিয়ে করেন। ১৯৭০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিয়ে ডোরা রহমান ২০০৪ সালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে অবসর নেন।

মালয়েশিয়ার সফল ব্যক্তিদের তালিকায় বাংলাদেশি ড. নাজমুল

মালয়েশিয়ার সফল ব্যক্তিদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশি ড. মোহাম্মদ নাজমুল হাসান মাজিজ। তার জীবনী যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশপেডিয়ার “সাক্সেসফুল পিপল্ ইন মালয়েশিয়া’’ শীর্ষক বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বইয়ের প্রথম সংস্করণটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় সংস্করণটি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। ড. নাজমুলের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল উভয় সংস্করণে।

এই বইয়ে আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ডা. মাহাথির মোহাম্মদসহ মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, গভর্নর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ির নাম রয়েছে। সফল ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার মানদণ্ডটি হলো তাদের অসামান্য একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক কৃতিত্ব, সমাজে তাদের অবদান, বিশ্বে অবদান ইত্যাদি।
ড. নাজমুল একজন শিক্ষাবিদ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি তার পরিবারসহ মালয়েশিয়ায় বসবাস করছেন। তিনি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের পেরদানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ মেডিসিনের ডেপুটি ডিন, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করছেন। তিনি শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম কমিটির প্রধান, বিভাগীয় প্রধান, মাস্টার্স অফ মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের প্রধান। মেডিকেল সায়েন্টিস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। পেরদানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে তিনি মালয়েশিয়ার সরকারী এবং বেসরকারী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজ করেছেন। তিনি ডক্টর অফ মেডিসিন (এমডি), এমবিবিএস, ব্যাচেলর অফ ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস), ব্যাচেলর অব বায়োমেডিকাল সায়েন্সেস (বিবিএমএস), ব্যাচেলর অব অপ্টোমেট্রি, এমএসসি ইন পাবলিক হেলথ, এমএসসি মেডিকেল সায়েন্সেস এবং পিএইচডির মতো বিভিন্ন প্রোগ্রামের শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। মালয়েশিয়ায় ২৫০০ জনের ও বেশি চিকিৎসক (মেডিকেল ও ডেন্টাল) তৈরিতে তার অবদান রয়েছে। মালয়েশিয়ার এমবিবিএস, বিডিএস, বিবিএমএসসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারিকুলাম উন্নয়নে এবং প্রোগ্রাম অনুমোদনে তার অবদান রয়েছে।

ড. নাজমুল মূলত বাংলাদেশের কুমিল্লার বাসিন্দা এবং তার বাবা মো. মাজিজুল ইসলাম (মরহুম) এবং মা শাহানারা বেগম পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কুমিল্লার কালিয়াজুরীতে বসবাস করতেন। তার জন্ম ১৯৭৬ সালে। তার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছিল কুমিল্লার ইবনে তাইমিয়া স্কুল। তিনি ১৯৯১ সালে কুমিল্লা হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন এবং স্কুলজীবনে তিনি কুমিল্লা হাই স্কুলের সেরা ছাত্র হিসেবে ভূষিত হন। তিনি ১৯৯৩ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স, ভারতের মণিপালের কস্তুরবা মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিতে এমএসসি পাস করেছেন। পরে তিনি উচ্চতর পড়াশুনার জন্য মালয়েশিয়া যান এবং ২৮ বছর বয়সে ইউনিভার্সিটি অফ মালায়া, মালয়েশিয়া থেকে মলিকুলার মেডিকেল

পেয়েছেন। তিনি অনেক স্নাতক, মাস্টারস্ এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রকল্পের জন্য সুপারভাইজ করেছেন।

ড. নাজমুল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে ৮০টিরও বেশি গবেষণা আর্টিকেল প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জার্নাল হলো: ইউরোপীয়ান জার্নাল অফ মলিকুলার এণ্ড ক্লিনিকাল মেডিসিন, মালয়েশিয়ান জার্নাল অফ পাবলিক হেল্থ এন্ড মেডিসিন, পাকিস্তান জার্নাল অফ মেডিকেল এন্ড হেল্থ সায়েন্সেস, বাগদাদ সায়েন্স জার্নাল, ইরান জার্নাল অফ পাবলিক হেল্থ, জর্ডান জার্নাল অফ বায়োলজিকাল সায়েন্সেস, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফার্মাসিউটিকেল রিসার্চ, অকুপেশনাল ডিজিজেস এন্ড এনভাইরনমেন্টাল মেডিসিন, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ পাবলিক হেল্থ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ জার্নাল অফ মেডিকেল সায়েন্স, বাংলাদেশ জার্নাল অফ মেডিকেল সায়েন্স, পাকিস্তান জার্নাল অফ নিউট্রিশন, মিডেল-ইস্ট জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ, বায়োমেডিকাল রিসার্চ, আফ্রিকান জার্নাল অফ মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ, জার্নাল অফ এনিমেল এণ্ড ভেটেরিনারি অ্যাডভান্সস ইত্যাদি।

ড. নাজমুল আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত প্রভৃতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনেক গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছেন। ড. নাজমুল মালয়েশিয়ার স্থানীয় ‘দ্যা স্টার’ দৈনিক ইংরেজি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তার আর্টিকেলগুলি মূলত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কিত। তিনি অনেক আন্তর্জাতিক জার্নালের সম্পাদক এবং পর্যালোচক। তিনি মণিপাল এলুমনাই সায়েন্স এন্ড হেল্থ জার্নালের প্রধান সম্পাদকও। তিনি ‘মালয়েশিয়ান সোসাইটি অফ প্যারাসিটোলজি অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিন’ এর সদস্য ছিলেন। তিনি জাতীয়ভাবে বিভিন্ন গবেষণা ও পোস্টার উপস্থাপনার বিচারক হয়েছেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ব্যাচেলর, মাস্টারস্ এবং পিএইচডি থিসিসের পরীক্ষক।

ভাইরোলজি এবং ইমিউনোলজিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে, তিনি কোভিডের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করার জন্য অনেক আর্টিকেল লিখেছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলছেন। মালয়েশিয়ার জাতীয় টিভি চ্যানেল তাকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করে প্রচার করে।

শৈশবকাল থেকেই ড. নাজমুল বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি উচ্চ ফিদে (ওয়ার্ল্ড দাবা ফেডারেশন) রেটিংসহ খুব ভাল দাবা খেলোয়াড়। তিনি বিভিন্ন জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, ভারত ও মালয়েশিয়ার অনেক চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার জিতেছেন। তিনি বহু বছর ধরে মালয়েশিয়ার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দাবা চ্যাম্পিয়ন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ছাত্র থাকাকালীন কয়েক বছর ধরে ‘ওয়ার্ল্ড ইন্টার-ভার্সিটি দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ’ এর জন্য ইউনিভার্সিটি অফ মালায়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারা’র দাবা কোচ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত এবং মালয়েশিয়ার ক্যারম প্রতিযোগিতায় অনেক চ্যাম্পিয়নশিপ পুরস্কার জিতেছিলেন। তিনি খুব ভাল স্নুকার খেলোয়াড় এবং ভারত এবং মালয়েশিয়ার স্নুকার এবং পুল প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার জিতেছিলেন।

ড. নাজমুল বাংলাদেশের চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, আমাদের মোটেই সাফল্যের পিছনে ছোটা উচিত নয়। আমাদের কেবল মনোযোগ এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করা দরকার। আমরা যদি এগুলো অনুসরণ করি তবেই জীবনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাফল্য আসবে।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা ট্রাম্পের

নিজের একটি রাজনৈতিক দল গঠনে সহযোগী ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এমন খবর দিয়েছে।

তবে তিনি এমন কোনো উদ্যোগ নিলে রিপাবলিকান দলের জন্য তা মাথাব্যথার কারণ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অগ্রাধিকারমূলক ভোটের ক্ষেত্রে দলটির মধ্যে ফাটল তৈরি করতে পারে ট্রাম্পের নতুন দল।

রিপাবলিকান দল থেকে নিজের সমর্থকদের টানতে পারবে ট্রাম্পের

সম্ভাব্য প্যাট্রিয়ট পার্টি। বিদায়ী ভাষণে ট্রাম্প এমন একটি উদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছি, তা এখন শুরুর পর্যায়ে আছে। আমরা তা-ই করেছি,, যা করতে এসেছিলাম— এবং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি করেছি।

ইউটিউবে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি এক কঠিন লড়াই করেছি; কঠিনতম লড়াই… কারণ সে জন্যই আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন।

গত নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেননি ট্রাম্প।

বুধবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে ডেমোক্র্যাটদলীয় বিজয়ী জো বাইডেনের।

ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই সপ্তাহ ক্যাপিটল ভবনে প্রাণঘাতী দাঙ্গায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দ্বন্দ্বেই কেটে গেছে। টুইটার, ফেসবুকসহ সামাজিকমাধ্যমগুলোতে নিষিদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে।

নির্বাচনের ফল উল্টাতে উগ্র ট্রাম্প সমর্থকদের হামলায় ৬ জানুয়ারি এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা হলো—আমরা আমেরিকান হিসেবে যা কিছু লালন করি, তার ওপর হামলা। এটি কখনও সহ্য করা হবে না।

ভিডিওতে উত্তরসূরি বাইডেনের নাম তিনি একবারেও মুখে নেননি।

কংগ্রেস ভবনে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছাড়ার পর সিনেটেও তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি অফিসের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

[redacted]

[redacted]; [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

মেয়াদের শেষ মুহূর্তে ৭৩ জনকে ক্ষমা করলেন ট্রাম্প

হোয়াইট হাউস ছেড়ে যাওয়ার আগে ৭৩ জনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপি এমন খবর দিয়েছে।

এর আগে বিদায়ী ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমরা তা-ই করেছি,, যা করতে এসেছিলাম— এবং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি করেছি।

ইউটিউবে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি এক কঠিন লড়াই করেছি; কঠিনতম লড়াই… কারণ সে জন্যই আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন।

গত নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেননি ট্রাম্প।

বুধবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে ডেমোক্র্যাটদলীয় বিজয়ী জো বাইডেনের।

ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই সপ্তাহ ক্যাপিটল ভবনে প্রাণঘাতী দাঙ্গায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দ্বন্দ্বেই কেটে গেছে। টুইটার, ফেসবুকসহ সামাজিকমাধ্যমগুলোতে নিষিদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে।

নির্বাচনের ফল উল্টাতে উগ্র ট্রাম্প সমর্থকদের হামলায় ৬ জানুয়ারি এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা হলো—আমরা আমেরিকান হিসেবে যা কিছু লালন করি, তার ওপর হামলা। এটি কখনও সহ্য করা হবে না।

ভিডিওতে উত্তরসূরি বাইডেনের নাম তিনি একবারেও মুখে নেননি।

কংগ্রেস ভবনে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রতিনিধি পরিষদে

অভিশংসিত হয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছাড়ার পর সিনেটেও তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি অফিসের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।